৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৫ আষাঢ় – ৩১ আষাঢ়, ১৪২৮ ঃ ১০ জুলাই – ১৬ জুলাই, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 37, 10 JULY - 16 JULY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রত্যাশিত ভাবেই এ রাজ্যেও সেঞ্চুরি করল

পেট্রল। কলকাতায় পৌঁছনোর আগে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রামে পেট্রল ছাড়াল ১০০ টাকা। ডিজেলও চলেছে পাল্লা দিয়ে। তবে সকলের আশা কলকাতাও এই সেঞ্চুরি দেখা থেকে বঞ্চিত হবে না।

রবিবার : একদিকে করোনা অন্যদিকে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি।

দুয়ে মিলে জেরবার রাজ্যের বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থা। এই অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারের অনড় মনোভাব। ফলে সেভাবে বাড়ছে না বেসরকারি বাসের সংখ্যা।

সোমবার : ২০১৮ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

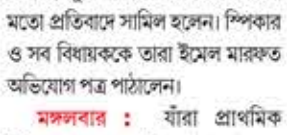

হলেও নিয়োগপত্র পাননি ৬০০ জন প্রার্থী। এমনকি মেধাতালিকার সময়সীমাও বাড়ানো হয়নি। এবার তারা অন্যান্য স্কুল শিক্ষক চাকরি প্রার্থীদের মতো প্রতিবাদে সামিল হলেন। স্পিকার ও সব বিধায়ককে তারা ইমেল মারফত অভিযোগ পত্র পাঠালেন।

মঙ্গলবার : যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষকতার জন্য ডিপ্লোমা পেয়েও

টেট পরীক্ষায় বসতে পারেননি তাঁদের জন্য নতুন করে টেট নেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে এই পরীক্ষা নিতে হবে। নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

বুধবার : বিধানসভা নির্বাচনের পর পেশ হল পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেট।

বাজেট বরাদ্দ বলছে সব জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। জেলাগুলির বড়, মাঝারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বাড়ানো ও অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক জেলাকেই বেশ কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার : পুনর্বিন্যাস হল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংখ্যা ডবল হল। প্রথম দফার মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরী মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন আর নতুন করে শপথ নিলেন শান্তনু ঠাকুর, জন বার্লা, নিশীথ অধিকারী আর ডাঃ সুভাষ সরকার।

শুক্রবার : কয়লা পাচার কাণ্ডে তদন্তের জন্য রাজ্যের চার আইপিএস অফিসারকে দিল্লিতে সশরীরে হাজির হওয়ার তলবি নোটিশ পাঠাল ইডি। রাজ্যের ডিজির কাছে পৌঁছে গিয়েছে নোটিশ। তবে করোনা সংক্রমণের কারণ দেখিয়ে ভার্চুয়াল জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনা ভয়ে কাঁটা আদালত চত্বর

কাল বিলম্বে দুর্ভোগ বাড়ছে বিচারপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দেড় বছর ধরে করোনার ভয়ে জড়োসড়ো আদালত চত্বর। তালা বন্ধ সাজানো এজলাস। বিচারক থেকে কর্মী সকলেই ঘরবন্দী। মাঝে মধ্যে দু-একজন এসে অতি প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ছুটছেন বাড়ির দিকে। মাস মাহিনা নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে স্যালারি অ্যাকাউন্টে। উকিল বাবুরাও অগত্যা বাড়িতে কাল কাটাচ্ছেন নয়তো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। শুধুমাত্র চটজলদি কিছু ক্রিমিনাল কেসের বিচার চলছে চাহিদার অনুপাতে। ফলে ক্রমশই অবসন্ন আদালতে একের পর এক নিষ্ফলা 'ডেট' পড়ছে বিচারাধীন মামলাগুলোর। অন্যদিকে বাদী-বিবাদী যারা জীবনের নানা সমস্যা মেটাতে আদালতে এসেছিলেন বিচারের আশায় তারা দিনের পর দিন সয়ে চলেছেন যন্ত্রণা।

এক হিসাব বলছে রাজ্যের ৬৭টি আদালতে গড়ে ১৫টি করে মামলা হলে প্রতিদিন মামলা সংখ্যা ছিল হাজার খানেকের সামান্য বেশি। এই সংখ্যায় প্রতিদিন মামলা জমতে থাকলে করোনা কালে বকেয়া মামলার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার। এমনিতেই নানা টালবাহানায় আদালতগুলির জমে থাকা মামলা সরকারের মাথা ব্যথার কারণ। মাঝে মাঝেই লোক আদালত, ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করে জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হয় সরকারের তরফে। তাতেও বকেয়া মামলার সংখ্যায় তেমন হেরফের হয় না। তার উপর করোনার জেরে যে মামলা জমল তার নিষ্পত্তি বিচারপ্রার্থীদের জীবনে হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এমনিতেই বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা-এর মতো আদালত ছুঁলে একুশ ঘা। খুব কম দেওয়ানী মামলাই বিচারক আর উকিলবাবুদের কল্যাণে পনেরো-কুড়ি বছরের আগে শেষ হয়। এরপর এই মামলার পাহাড় ডিঙিয়ে কবে বিচার মিলবে তা ভেবে আকুল এ রাজ্যের বাসিন্দারা। অবিলম্বে রাজ্য সরকার ও আদালত প্রশাসনের পক্ষ থেকে বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে ব্যবস্থা না নিলে বিচার ব্যবস্থাটাই সাধারণ মানুষের কাছে প্রহসনে পরিণত হবে।

এরপর তিনের পাতায়

নাগরিকত্বের সুরাহা নাহলে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক হারাবে বিজেপি

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে এবারের অর্থাৎ একুশের বিধানসভা নির্বাচনকে রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের থেকেও এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নাগরিকত্ব। মূলত এই ইস্যুকেই সামনে রেখে মতুয়া ও উদ্বাস্তুরা এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের একটা বড় অংশ বিজেপিকে সমর্থনও করে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দাবি করেন।

এপ্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে

উদ্বাস্তু এবং মতুয়াদের ভোট না থাকলে বিজেপির সমর্থন কার্যত তলানিতে ঠেকবে। মতুয়াদের মূল দাবি ছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান। মূলত এই দাবির পক্ষে মতুয়ারাই প্রথম আন্দোলন সঙ্ঘটিত করে। এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই দাবিতে আন্দোলন করেছি। পরবর্তীতে অন্যান্য দলও আন্দোলন করেছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেবলমাত্র নাগরিকত্বের জন্যে উদ্বাস্তু এবং মতুয়ারা বিজেপিকে দুহাত ভরে ভোট দিয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মাত্র ৩টি আসন পায় এ রাজ্যে। কারণ এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না। সেখান থেকে এবার একলাফে ৭৭টি আসন পাওয়া সোজা কথা নয়।

এরপর তিনের পাতায়

নিয়ন্ত্রণহীন পরিবহনে নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়লে রোজগার বাড়ে সরকারের আর দুর্ভোগ বাড়ে মানুষের। গণতান্ত্রিক ভারতের অর্থনীতিতে এ এক অদ্ভুত খেলা। জনদরদের জার্সি পরে এই ম্যাচের দুই খেলোয়াড় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এতই মত্ত যে তেলের উপর কর কমাবার দাবি তারা শুনেও শুনতে পায় না। পশ্চিমবঙ্গের জনপরিবহন ব্যবস্থার বেশিরভাগটাই যেহেতু বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল তাই এখানে এই খেলার স্বাদ একটু অন্যরকম। এ রাজ্যের সরকার তেলের ওপর কর চাপানোর পাপ

স্খালন করতে চায় কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়ে আর বাসের ভাড়া না বাড়িয়ে। অনেকটা খুনীর গঙ্গাস্নানে পাওয়া প্রশান্তির মতো। কিন্তু এতে যে কোনও পুণ্যলাভ হয় না তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ।

আগে বাসভাড়া নির্ধারিত হতো সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বাসের ভিতর টাঙানো থাকত আরটিএ-র রেট চার্ট। সেভাবেই ভাড়া গুনতেন সাধারণ মানুষ। এখন সরকারের অনড় মনোভাবে ভাড়া বাড়ছে বাস মালিকের খেয়াল খুশি মতো। রাজ্য সরকার পুরানো ভাড়ায় বাস চালানোর ফতোয়া জারি করে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ফলে সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন ভাড়া ব্যবস্থায় রোজ বাড়ছে ক্ষোভ বিক্ষোভ। সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। বেসরকারি বাড়তি ভাড়া গুণে ঠাসাঠাসি ভিড় ঠেলে বেরোতে হচ্ছে রুজি রোজগারের টানে।

এরপর তিনের পাতায়

দেবশ্রী চৌধুরীর হাতে কী আগামীর ব্যাটন

পার্থসারথি গুহ : আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হচ্ছে রাজ্য সভাপতি পদে দিলীপ ঘোষের মেয়াদ। তার আগেই কি তাঁকে সরিয়ে জায়গা করে নিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া দেবশ্রী চৌধুরী? রাজনৈতিক মহলে এমন একটা কানাঘুষো যথেষ্টই প্রবল হয়ে উঠেছে।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন চুকে যাওয়ার পর কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আর বাংলার প্রতি নজর নেই। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজের বেহালার বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তরফ থেকে কোনও শুভেচ্ছা এল না। এই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল তুলেছে বাংলার এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম। এছাড়াও বাংলার দুই মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট থেকে 'বাদ' পড়া নিয়েও একইভাবে খুব তোলপাড় চালাচ্ছে এই গণমাধ্যমগুলি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডেপুটি হিসেবে কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের শপথ নেওয়াকে সেভাবে পাত্তা দিচ্ছে না এই পক্ষপাতদুষ্ট মাধ্যম। একইসঙ্গে সুভাষ সরকার, শান্তনু ঠাকুর ও জন বার্লার মতো আরও ৩ মন্ত্রীর বাংলার খাতায় যুক্ত হওয়াকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

এরপর তিনের পাতায়

বেহাল ঢোষা কেল্লা রোড, সংস্কারের দাবি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বেহাল রাস্তায় নাজেহাল সুন্দরবনের মানুষ। প্রশাসনের নজর নেই বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। জয়নগর ১ নং ব্লকের বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জয়নগর থানার ঢোষা থেকে কুলতলি থানার কেল্লা অবধি ২০ কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।জয়নগর থেকে কেল্লা যাওয়ার একমাত্র পথ বলতে এই ঢোষা রোড। কুলতলির কেল্লাতে পিয়ালী নদীর ধারে মনোরম পরিবেশ দেখতে সারাবছর বহু পর্যটক আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শেষ এই রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল ১১ বছর আগে। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন সেচ মন্ত্রী সুভাষ নস্করের তত্ত্বাবধানে রাস্তার কাজ শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই থেকেই বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে এই রাস্তাটি। এই ব্যস্ততম রাস্তাটি জয়নগর ও কুলতলির মানুষের যাতায়াতের উল্লেখযোগ্য রাস্তা বলে পরিচিত। এই রাস্তাটির দুরবস্থার কথা বারবার বলা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে বলেই এলাকার মানুষদের

অভিযোগ। এক মাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়ার কারণে এই বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, এমনকি মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বলে জানালেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এই এলাকার ইঞ্জিন ভ্যান চালক নাজমুল হক মোল্লা বলেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন আমাদেরকে ঢোষা থেকে মহিষমারি বাজার ও কেল্লা বাজারে সবজি নিয়ে যেতে হয়। যেতে গিয়ে ইঞ্জিনের বিভিন্ন পার্টস ভেঙে যাচ্ছে তাতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। মাকসুদুর মোল্লা, আজিজুল লস্কর, বিনয় সরদার সহ ঢোষা ও কেল্লার স্থানীয় মানুষ জন বলেন, এমন বেহাল রাস্তা থাকার কারণে ঠিক মতন গাড়ি চলাচল করে না এখানে।ফলে খুবই সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। বর্তমানে এই রাস্তায় কিছু সংখ্যক অটো, টোটো ও ইঞ্জিন ভ্যান একমাত্র সম্বল। ঢোষা থেকে কেল্লা এই রাস্তাটির প্রায় ২০ কিলো মিটার রাস্তার পুরোটাই খারাপ হয়ে গেছে। দেখে মনে হবে এটা রাস্তা নয় পুকুর। কুলতলি ও জয়নগরের মধ্যে থাকা এই রাস্তা দিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ চলাচল করে।মাঝে মধ্যে ভাঙা ইটের তালি দেওয়া হয় এই রাস্তায়। এই রাস্তাটি সংস্কার হলে কেল্লার পর্যটন শিল্পও ভালো ভাবে চলবে। তাই দ্রুত এই রাস্তাটির সংস্কারের দাবি জানালো জয়নগর ও কুলতলি থানা এলাকার মানুষ জন। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই রাস্তা কেন এত দিন বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে তা জেনে দ্রুত যাতে এই রাস্তা মেরামত করা যায় তা দেখবেন বলে জানালেন।

দীপাবলিকেও হার মানায় বাজের আওয়াজ

বরুণ মণ্ডল : এখন আকাশে কালো মেঘ জমলেই দীপাবলি-দেওয়ালির রাতকে স্মরণ করায়। অতি উচ্চগ্রামে ফিফটিনথ বা সিক্সটিনথ স্কাই শটারের মতো মুহূর্মুহু বাজের শব্দে কান তো ঝালাপালা হচ্ছেই সঙ্গে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। আবার যে এলাকায় আশেপাশের দু'তিনটি বাড়ির দোতলা বা তিনতলার ছাদে একাধিক মোবাইল ফোনের টাওয়ার আছে, সেখানে তো যেন বাজেদের খেলা চলে। কোন টাওয়ারের মাথায় কত বেশি সংখ্যক বাজ পড়তে পারে তার খেলা চলে। কোন টাওয়ার কোন বাজকে টেনে নিজের ঘাড়ে ফেলবে তার খেলা চলতে থাকে। যারা ওইসব এলাকায় বসবাস করে তারা এসব নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু

শহরেই নয়। শহরতলির একাধিক এলাকায় অতিভারী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে দীপাবলির রাতের শেল ফাটার মতো বাজের শব্দের এবং বিদ্যুতের ঝলকানি মানুষের মনে তীব্র আতঙ্ক ধরিয়েছে। ভূতত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন অতিরিক্ত দূষণের কারণেই দিনদিন বাজ পড়ার ঘটনা বাড়ছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদদের এই যুক্তি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জোর সন্দেহের ডানা বেঁধেছে। কারণ গত দু'বছর যাবৎ কোভিড নাইন্টিনের ফলে বছরের গ্রীষ্ম কালের চার থেকে পাঁচ লকডাউনের ফলে কলকাতায় বাস লরি চলাচল দীর্ঘ সময় বন্ধ।

এরপর তিনের পাতায়

বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারদের রথ ছিল ভারতের মধ্যে বৃহত্তম

কুনাল মালিক : সামনেই রথযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের নানা জায়গায় রথযাত্রা পালিত হয়। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার বাওয়ালীতে মণ্ডল জমিদারদের রথযাত্রা ছিল ভারতের মধ্যে আলোচ্য বিষয়। কালের বিবর্তনে মণ্ডল জমিদারদের সেই রথ অবশ্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু নতুন আদলে রথযাত্রা আজও হয়। এবং যেখানে মূলতঃ রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলা বসত সেই স্থান রথতলা নামে আজও বর্তমান।

জমিদার হরানন্দ মণ্ডল সর্বপ্রথম একটি রথ তৈরি করেন। সেই রথটি নষ্ট হবার পর তাঁর পুত্র মানিক চন্দ্র মণ্ডল বাংলা ১২১৬ সালে একটি বিশালাকার রথ তৈরি করেন। বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যায় ওই রথটি ১২০ ফুট উঁচু ও ৭০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট জমিদারদের শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউ মন্দিরের থেকেও বৃহদাকার ছিল। কাঠের নির্মিত রথটি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম রথ ছিল। আরো জানা যায় ওই রথটি টানার জন্য দড়ির বদলে লোহার মোটা চেন ব্যবহার করা হতো। রথ টানার সময় বিশাল চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। হারানন্দবাবু এবং

তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁদের মন্দিরের বিগ্রহগুলো এবং রথের

পূজার জন্য মিথিলা থেকে ১৫০ জন ব্রাহ্মণ আনিয়ে ছিলেন। তাঁদের সপরিবারে থাকার জন্য প্রচুর নিষ্কর জমি দেওয়া হয়। জমিদার মানিক চন্দ্র মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত রথটিতে কাঠের ওপর প্রচুর মনোরম চিত্র খোদাই করা ছিল। যেমন মাথায় করে কাঁঠাল বহন করে এক কাঁঠাল বিক্রেতা মেলায় যাচ্ছে, কলসী কাঁখে এক রমণী, উপর্যুপরি দণ্ডায়মান তিনজন মানুষ। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাজি তাঁর 'নদাখালী বিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মণ্ডল জমিদারদের রথের বিশেষত্ব হল, জগন্নাথের পরিবর্তে ওই রথে মণ্ডল জমিদারদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দন জীউ চতুর্দোলায় করে হরিনাম সহযোগে এসে রথে আরোহী হতেন। তবে এই প্রসঙ্গে মণ্ডল জমিদারদের বর্তমান প্রজন্মের এক সদস্য সৈকত মণ্ডল জানান, এই বিষয়টা মনে হয় ঠিক নয়, আমাদের রথে জগন্নাথ ও বলরামের মূর্তি শোভা পায়। এ বছরেও পূজা হবে। তবে করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশের ওপর নির্ভর করবে মেলা হবে কিনা। রথের মেলা অনুষ্ঠিত হত ভেটকাখালী মৌজার রথতলায়। কালক্রমে প্রাচীন রথটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তবে নতুন কলেবরে একটি লোহার রথ আজও প্রথা মেনে রথতলায় অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের রথযাত্রার কথা অনেক প্রবীন মানুষ আজও স্মরণ করেন। অনেকে জানিয়েছেন রথতলায় গরুর গাড়ির চাকার মতো বৃহদাকার কয়েকখানি রথের চাকা পড়ে থাকত। এক সময় ওই চাকাগুলি পুজো করেই স্নানযাত্রা ও রথের মেলা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানেও রথ যাত্রার ঐতিহ্য ম্লান হলেও উৎসব হয়। তবে গত বছর করোনার সময় থেকে মেলা বন্ধ ছিল, এবারও হয়তো করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়েও মেলা বন্ধ থাকবে। তবে প্রথা মেনে পুজো হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১০ জুলাই – ১৬ জুলাই, ২০২১

ফাঁকিহীন ঝুঁকিতে লাভ শেয়ার বাজারে

পার্থসারথি গুহ : শেয়ার বাজারে ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসের ওপর যেমন বাজেট মাসের শিলমোহর লেগে গেছে ঠিক তেমনই মে–জুন মাস বিক্রির মাস হিসেবে খ্যাত শেয়ার বাজারে। আবার আগস্ট, সেপ্টেম্বর, এপ্রিল এর মতো মাসগুলি কেনার আদর্শ সময় হিসেবে ধরা হয় শেয়ার বাজারে। ডিসেম্বর মাসে যখন শীতের মৌতাতে মেতে ওঠে গোটা দেশ, তখন আবার বিক্রির জোর ঘনঘটা লক্ষিত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ ধরা হয় বিদেশিদের ভরপুর বিক্রিকে। আসলে এই সময় অন্তত এক–দেড় মাস বিদেশিরা ক্রমাগত বিক্রি করতে থাকত বলেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে যেত। সেই পরিস্থিতি এখন অবশ্য অনেকটাই পালটে গেছে। গত ২–৩ বছর বিদেশি এফআইআইদের থেকেও ভারতের শেয়ার বাজারে বেশি ছড়ি ঘোরাতে দেখা যাচ্ছে ডোমেস্টিক বা দেশি মিউচুয়াল ফান্ডকে। সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবি পড়ছে অর্থবাজারেও। ফলে ডিসেম্বর আর বিক্রির মাস হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে না। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অন্তত সেই বার্তাই দিচ্ছে। ডিসেম্বরেও ভারতের বাজার যথেষ্ট ইতিবাচক রয়েছে। ২–৩ মাসের মন্দি কাটিয়ে বাজার যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তার সঙ্কেত সবরকমভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বাজারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যা আশ্বস্ত করছে বুল ব্যাপারীদের। আবার যারা বেচে খেলতে অভ্যস্ত তারা পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে পারছে না এই প্রেক্ষাপটে।

এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী বছর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ৫ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল। সেই ফল যার পক্ষেই যাক না কেন, তার রেশ বড় জোর একদিন–দুদিন থাকবে। বিজেপি

ভালো করলে বাজার তথা নিফটি ১৭–১৮ হাজার ছাপিয়ে ট্রেড করতে পারে। আর ফল শাসক দলের বিপক্ষে গেলে কিছুটা পড়তে পারে সূচক। তা বলে বিরাট কোনও হেলদোল ঘটে যাবে না। পরবর্তী রসদ অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে আরম্ভ হওয়া কোম্পানি গুলির তৃতীয় ত্রৈমাসিকে নজর থাকবে সকলের।

সেই ফলাফল পর্ব যদি প্রত্যাশার কাছে থাকে তাহলে বাজারের আর খুব পিছু হটার কথা নয়। তবে মাঝেমধ্যে যে সূচক থমকে যাবে না তা কিন্তু নয়। অত মসৃণ হবেও না চলার পথ। তাও এর মধ্যে চলতে চলতে, হার্ডলসের পাহাড় ডিঙিয়ে বাজার ক্রমশ মজবুত হবে। ভারতের শেয়ার বাজারে নিশ্চিতভাবে একটা প্রভাব পড়বে সামনের বাজেটকে কেন্দ্র করে। কারণ, কোনও অবস্থাতেই অর্থবাজার যে জগাখিচুড়ি সরকার পছন্দ করে না তার প্রমাণ মিলেছে আগেও। বাজার চাইবে স্থায়ী সরকার ও দশদলীয় কোলাজমুক্ত সিদ্ধান্ত রূপায়ণকারীদের। তাও যে কোনও খারাপ পরিস্থিতি জুঝে নেওয়ার মতো নীলকণ্ঠ ভারতের শেয়ার বাজার হয়ে উঠেছে, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। এতকিছু বুঝেই এখন থেকে লগ্নিতে যেতে হবে। যা আপনার আমার পুঁজিকে অনেকটাই সুরক্ষিত করে তুলবে। পরিকল্পনা ও আগাম নকশা এমনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে যা অন্যদেরও পথ দেখাবে সমানভাবে। এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১০ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না। ভারতের শেয়ার বাজারে এরূপ অবস্থা বহুবার এসেছে যখন বাজারে চরম উত্থান–পতন ঘটেছে। এটাই হল অর্থবাজারের খেলা । বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেয় এই বাজার। এভাবেই এই বাজারে চিরকালীন ওপর–নিচ তুর্কিনাচন চলেছে। তাও বাজার যতই ওপরে যাক বা নিচে আসুক একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা সবসময়ই বজায় রাখতে ভালোবাসে নিফটি ও সেনসেক্স। একে পরিভাষায় হয়তো বলা যায় শেয়ার বাজারের টেকনিক্যালস বিশ্লেষণ। ফান্ডামেন্টাল ঠিক থাকলেও অনেকসময়ই অর্থবাজারে উপযোগী হয়ে ওঠে এই শেয়ার টেকনিক্যালস।

কেন্দ্র–রাজ্য দাম কমাক

লকডাউনে মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত। কর্মহীন হয়েছেন বহু মানুষ। অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতীর সংখ্যাও কম নয়। তবু শাসকবর্গের নিষ্ঠুর আচরণ সাধারণ নাগরিকদের আরও দারিদ্র্যতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ডিজেল পেট্রলের দাম ক্রমশই উর্দ্ধমুখী। পেট্রলের দাম সেঞ্চুরি ছাড়িয়েছে। এই মহামারীর বাজারে নতুন খাঁড়ার ঘা হচ্ছে এই মূল্যবৃদ্ধি। পেট্রল ডিজেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দৈনন্দিন ব্যবহার্যের প্রায় সব কিছুই। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই পেট্রল ডিজেল থেকে অনেক পরিমাণে অর্থ আদায় করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়া কমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের বাজারে তেলের দাম। এই তেলের ওপর দিয়ে কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারই প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করলেও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আম জনতা। সেই জন্যই বারংবার নানা রাজনৈতিক দল পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সোচ্চার হলেও তেমন আন্দোলন আজও দেখা যায়নি। বিধানসভা লোকসভায় এই নিয়ে উত্তপ্ত হয় নি। জিএসটি লাগু করলে পেট্রলের লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হয়তো নিয়ন্ত্রণে আসত। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের সময় লক্ষ্য করা গেছে পেট্রলের দাম ৯০ টাকার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। সেই সময় রাজ্য সরকার তাদের প্রাপ্য অর্থের থেকে মাত্র ১ টাকা কমিয়েছিল। ভোট শেষ এখন জনগণের দুর্ভোগের শুরু।

বাসের মালিকদের শাঁখের কড়াতের মতো অবস্থা হয়েছে। তারা হাতি পোষার মতো গাড়ি গুলিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তাদের জীবন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পরিবহন কর্মীর ভাগ্য। গাড়ি না চললে একদিকে যেমন আয় নেই অন্যদিকে করোনা ছড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। বাস ভাড়া বৃদ্ধি করতে বর্তমান সরকার নৈতিক ভাবে রাজি নয়। মানুষের আয় কমেছে স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত বাস ভাড়া দিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রে আসা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এরই মধ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে। দিনের পর দিন পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধি পেট্রল পাম্পের মালিক ও কর্মচারীদেরও অস্বস্তিকর জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি তারা প্রতিটি পেট্রল পাম্পে এক ঘন্টার জন্য আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রতীকি প্রতিবাদও করেছে। পেট্রলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে বাম পন্থীরা পথে নামলেও বিজেপি বা তৃণমূলকে সেভাবে সরব হতে দেখা যায়নি।

অতীতে দেখা গেছে গাড়ি ভাড়া বাড়লে আন্দোলন হতো। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেছে পেট্রল ডিজেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়লে ভারতে দাম বাড়ানো হতো। এখন দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে সেভাবে দাম না বাড়লেও ভারতে দাম বেড়েছে। এই দাম বাড়ার নিরিখে যখন বাস ভাড়া বৃদ্ধি হতো তখন যাত্রীদের অসুবিধা হলেও বাধ্য হতে সব কিছু মেনে নিতে। এখন একবার বাসের ভাড়া বেড়ে গেলে আর কমার সম্ভাবনা থাকে না।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ তুলেছে যে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দুটি খেলা মেলা উৎসব করে টাকা উড়িয়ে থাকেন আর সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে তার কোপ। অভিযোগ যাই হোক মহামারীর এই মহা দাপটের সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে আরও একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে জনগণের স্বার্থে। দিনের পর দিন মানুষের ওপর ভাড়া বৃদ্ধির চাপে রাখার যে ঐতিহ্য তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাস্তব পক্ষে দেশবাসী দেখেছে নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক দলগুলির টাকা ওড়াবার উৎসাহ।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

পৌঁছতে পারি। আবার যদি আমরা আমাদের পরিকল্পনা কমিন এবং সাময়িক রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিয়ে এই অধঃপতিত গ্রহলোকে থাকতে অভিলাষী হই, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে তাও করতে পারি।

প্রামাণিক শাস্ত্রের কোথাও বলা হয়নি যে, যে কেউ যে কোন কিছু অথবা যে কোন দেবতার উপাসনা করেই অন্তিমে একই গতি লাভ করবে। বৈধ সদ্‌গুরুর পরম্পরাবিহীন আচার্য অভিমানী ব্যক্তিরাই মূর্খের মতো এই প্রকার মতবাদ উপস্থাপিত করে। সদ্‌গুরু কখনই বলেন না যে, সমস্ত পন্থা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে এবং যে–কেউ তার নিজের মনগড়া পন্থায় দেবতা, ভগবান বা অন্য কারও উপাসনা দ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে। একজন সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তখনই সে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে যখন সে সেই গন্তব্যস্থানে যাবার টিকিট কাটবে। যে ব্যক্তি কলকাতার টিকিট কেটেছে সে কলকাতাতেই পৌঁছতে পারে– বম্বে নয়। কিন্তু তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী গুরুরা প্রচার করেন যে, যে কোনও এবং সমস্ত টিকিটই তাকে পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের জড় ও আপোসমূলক মতবাদ বহু মূর্খ ব্যক্তিদের

ফেসবুক বার্তা

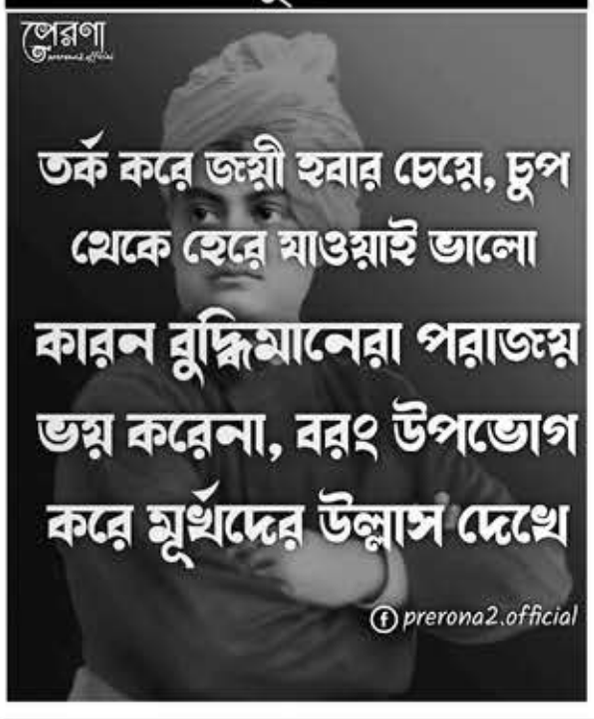

সুন্দরবন রক্ষায় গাছ রোপণের পরিকল্পনা সবুজ বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ক্যানিং ১ ব্লকের মাতলা নদীর তীরবর্তী বৈতরণী মহাশশ্মান রোডের দুপাশে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ বসালেন ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর সদস্যরা। ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর এমন কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বজবজ এর আর এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রত্যাশা।

এদিন যৌথ উদ্যোগে প্রায় ২০০ চারাগাছ বসানো হয়। এছাড়াও বিগত আম্ফান পরবর্তী সময়ে ঝড়খালি সবুজ বাহিনী গোসাবা ও বাসন্তী ব্লকের গদখালি, বালি, ঝড়খালি, নফরগঞ্জ, আমলামেথী, চরঘেরী সহ বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় দুলক্ষেরও বেশী চারাগাছ রোপণ করেছে। আগামী দিনে সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে ২০ লক্ষ চারাগাছ রোপণ এবং ৫০ লক্ষ বীজ রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে ঝড়খালি সবুজ বাহিনী। এমনটাই জানালেন ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর অন্যতম সদস্য প্রশান্ত সরকার। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে আমরা ঝড়খালিতে দুলক্ষ চারাগাছের একটি নার্সারী করেছি। চারাগাছ গুলো চলতি বর্ষায় সুন্দরবনে বিভিন্ন এলাকায় রোপণ করা হবে। এছাড়াও ম্যানগ্রোভ বীজ সংরক্ষণ করার কাজ চলছে। উল্লেখ্য গত ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের তান্ডবে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির বহু ম্যানগ্রোভ গাছ নষ্ট হয়ে যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন সুন্দরবনে ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ গাছ রোপণ করবে রাজ্য সরকার। আর এই ঘোষণার পর থেকে শুরু হয়ে যায় সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বসানোর কাজ। পাশাপাশি ঝড়খালি সবুজবাহিনীও চারাগাছ রোপণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে দুলক্ষেরও বেশি চারাগাছ রোপণ করেছে।

উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলীর অন্যতম। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। প্রায় ১০০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি ৩৯৮৩ বর্গ কিলোমিটার অংশ রয়েছে আমাদের দেশের মধ্যে।

নানান ধরণের প্রাকৃতিক কারণে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনে নদীর জলে এবং মাটির নোনার মাত্রা বেড়েছে। নদীগর্ভে পলিও জমছে অধিক হারে, পাশাপাশি সুন্দরবনের নদীগুলির গভীরতা কমছে। সেই সাথে সাথে বাড়ছে বাড়ছে দূষণের মাত্রাও।

বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের সামনে প্রাচীর সমান বাধা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই–অক্সাইড টেনে নেয়। এতে পরিবেশের দূষণ কমে। কার্বন ডাই–অক্সাইডকে খাদ্যে রূপান্তরিত করে সুন্দরবনের নোনা জলের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বেড়ে ওঠে। অথচ বাড়িত নোনা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে প্রায় ৩৪ প্রজাতির গাছ আছে। এর মধ্যে কেওড়াগাছ সর্বাধিক কার্বন ডাই–অক্সাইড তার শিকড়, কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পাতায় আটকে রাখতে পারে। এক হেক্টর কেওড়া বন বছরে ১৭০ টন পর্যন্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড আটকে রাখতে সক্ষম। বাইন গাছের ক্ষেত্রে ১১৫ টন, গেঁওয়া গাছের ক্ষেত্রে ২৩ টন। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে ৬৬২ কোটি টন কার্বন ডাই–অক্সাইড সঞ্চিত। এর সঙ্গে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে আরো ৩৮ লক্ষ টন। আটকে থাকা এই বিষ–গ্যাসের একাংশ শর্করায় পরিণত হওয়ায় প্রতিবছর আরো বেশি গ্যাস আটকে রাখতে সক্ষম হয়।

মিষ্টি জলের জোগান প্রায় বন্ধ। ফলে নোনার তেজ বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। নোনার বাড়–বাড়ন্তে অনেক প্রজাতির গাছ একেবারেই জন্মাচ্ছে না। আবার যেগুলো আছে, সাংঘাতিকভাবে তাদের বৃদ্ধি কমে গেছে। বিশেষ করে সুন্দরী ও গোলপাতা। অথচ সুন্দরী গাছের কারণেই এই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের নাম সুন্দরবন। সেই সুন্দরবন কে রক্ষা করার অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি সবুজবাহিনী ও বজবজ এর প্রত্যাশা।

নেশার ট্যাবলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় লক্ষাধিক টাকার নেশার ট্যাবলেট ও কাফ সিরাপ সহ একজনকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতের নাম রিপন পাল। সে শিলিগুড়ির হায়দার পাড়ার বাসিন্দা, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে নেশার

ট্যাবলেট ও কাফ সিরাপ নিয়ে ফুলবাড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে যায় রিপন পাল। গোপন সূত্রের মাধ্যমে এই খবর পেয়ে তিনবাত্তি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে নেশার ট্যাবলেট এবং কাফ সিরাপ। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

মূল্যবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি।ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। এই পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্ত।তিনি বলেন, পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী।মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে।বর্তমানে টাকার চাইতে ডলারের মূল্য বেড়েছে।এরপরও কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ডিজেলকে জিএসটি আওতায় আনতে চেয়েছিল।কিন্তু বেশ কয়েকটি রাজ্য এর বিরোধিতা করছে।তিনি আরও বলেন, পেট্রোল–ডিজেলের ট্যাক্স সহ ভ্যাটের ৪২ শতাংশ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে দেয়।যদি রাজ্য সরকার চায় তবে পেট্রোল ডিজেলের দাম কম হতে পারে।এতে আমজনতা স্বস্তি পাবেন।

বেআইনি রেশন মজুত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেশনের খাদ্যসামগ্রী সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম মিলন দাস (৪০) ও যুগল দাস (৩০)।ধৃতদের বাড়ি রাজগঞ্জের পাথরঘাটায়। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের মাধ্যমে পুলিশের কাছে খবর আসে যে ওই দুই ব্যক্তির বাড়িতে বেআইনিভাবে প্রচুর রেশনের খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখা রয়েছে। এরপরই বৃহস্পতিবার ভোরে অভিযানে নেমে ধৃতদের হেফাজত থেকে গম ও আটা সহ ৪২ বস্তা রেশনের সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ।দীর্ঘদিন ধরেই ধৃত ব্যক্তিরা এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই বিষয়ে রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার জানান, প্রচুর রেশনের সামগ্রী সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।

পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জলের সংকট মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে পুরনিগমের প্রশাসক মন্ডলী। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি জল প্রকল্প পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বোর্ডের সদস্য অলোক চক্রবর্তী।

ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।কিন্তু চাহিদার তুলনায় জল সরবরাহ কম হওয়ায় কয়েক বছর থেকে শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কীভাবে শহরের জল সংকট লাঘব

করা যায় সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন ফুলবাড়ি জল প্রকল্প পরিদর্শন করেন পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য অলোক চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, আমাদের মূলত উদ্দেশ্য গজলডোবায় মেগা জল প্রকল্প করার। তবে আপাতত শিলিগুড়ি শহরের জল সংকট কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা চলছে। কিভাবে সেটা করা সম্ভব তা খতিয়ে দেখতে ফুলবাড়ি জল প্রকল্প পরিদর্শন করা হল।

ট্রাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ট্রাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহ। সাতদিন ধরে চলবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার থানা মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ট্রাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা করেন আইজি দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিং। করোনা বিধি মেনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহে মানুষকে সচেতন করা হয়। জেলা পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিক সহ সিভিক পুলিশরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন। মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি বাইক আরোহীদের নিজেদের সুরক্ষিত থাকার বার্তা দেওয়া হয়। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচার উপলক্ষে জেলা পুলিশের উদ্যোগে রোড সেফটি উইক চলবে আগামী সাতদিন ধরে। বাইক চালকদের বাইক চালানোর সময়

অবশ্যই হেলমেট পরে বাইক চালাতে হবে। নিজের জীবনের সাথে অন্যের জীবনকে বাঁচাতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতা র‍্যালির করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষী দত্ত সহ উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আই জি দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিং, ডিআইজি আন্নাপ্পা ই সহ অনেকে।

বিডিওকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাগুড়ির ধারাইকুড়িতে টোলপ্লাজা এবং জাতীয় সড়ক নির্মাণে ভাঙারহাট এবং হুসলুডাঙা এলাকার জমিদাতাদের পক্ষ থেকে বুধবার ময়নাগুড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি

দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবি সম্বলিত এই স্মারকলিপি তারা তুলে দেন ময়নাগুড়ি জয়েন্ট বিডিওর হাতে। স্মারকলিপি দেওয়ার আগে এদিন তারা টোলপ্লাজায় তাদের সমস্যা ও দাবি–দাওয়া সম্বলিত পোস্টার লাগান। এরপর সকল জমি দাতারা ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়ে জয়েন্ট বিডিওর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। ময়নাগুড়ি বিডিওর পক্ষ থেকে তাদের দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ধারাইকুড়ি এবং হুসলুডাঙার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তারা জাতীয় সড়ক ও টোলপ্লাজা নির্মাণে জমি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। টোল প্লাজায় জমিদাতাদের প্রত্যেক পরিবার থেকে এক জনকে কর্মসংস্থান, জলনিকাশি ব্যবস্থা, জাতীয় সড়কের সঙ্গে ওইসব এলাকার সংযোগকারী রাস্তা তৈরি সহ নানা দাবির কথা স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা এদিন জানান। তাদের দাবিগুলি প্রশাসনকে বার বার জানানোর পরেও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ । টোলপ্লাজা নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সম্প্রতি কিছুদিনের মধ্যে টোলপ্লাজার উদ্বোধন হবে বলে এলাকাবাসীরা জানতে পেরেছেন। তাই জমি দাতারা এদিন আবার তাদের দাবিগুলি নিয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হয়ে তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন । টোলপ্লাজা উদ্বোধনের আগে তাদের দাবিগুলি পূরণ না হলে জমিদাতারা টোলপ্লাজা উদ্বোধন করতে দেবেন না বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন। জমিদাতাদের পক্ষ থেকে সুরেশ রায় বলেন, ' আমরা আমাদের দাবিগুলি ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনকে এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েছি। কোনো কাজ হয়নি। টোলপ্লাজা নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে টোলপ্লাজা উদ্বোধন হবে। টোল প্লাজা উদ্বোধন হয়ে গেলে আমাদের দাবি আর পূরণ হবে না। তাই আমরা আমাদের দাবিগুলি নিয়ে আজকে আবার বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হলে আমরা টোলপ্লাজার উদ্বোধন হতে দেব না।'

হেলমেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ময়নাগুড়ি থানা হাইওয়ে ট্রাফিক ও ময়নাগুড়ি, ট্রাফিক যৌথ উদ্যোগে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথে হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল চালকদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের একটি বাইক র‍্যালি বের করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি বাপ্পিকী লোহার ও ময়নাগুড়ি হাইওয় ট্রাফিক ওসি সোমেশ্বর পাল। হেলমেট গুলি হেলমেট বিহীন বাইক আরোহী দের মাথায় হেলমেট তুলে দেন তাঁরা। যার মূল উদ্দেশ্য হলো হেলমেট বিহীন চালকদের সচেতন করা।

সেবাকাজে বিরামহীন জালালউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইয়াসের পরে আবারও বহু মানুষ তাদের সাহায্যের ডালি নিয়ে এখনো সুন্দরবনের মানুষের পাশে সেবা করে চলেছে। সুন্দরবনের এমন একজন অতি সাধারণ মানুষ আছেন যিনি অসহায় গরিব মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছেন। রোজকার ব্যস্ত জীবনে, ওলা-উবেরের এসিতে আমরা যেন ভুলেই বসেছি শহরের সেই হলুদ রঙের ট্যাক্সিকে। ঘামে ভেজা ছাইরঙা পোশাক পরা চালকের রোজ নামচার গল্পে হয়ত তেমন কোনও উৎসাহ নেই আমাদের। কিন্তু এঁদের মধ্যে ভীষণ রকম বিরল চরিত্র গাজি জালালউদ্দিন। স্রেফ ট্যাক্সি চালিয়ে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে বৃদ্ধ এই চালক বানিয়ে ফেলেছেন তিনটি স্কুল ও একটি অনাথ আশ্রম। এই জালালউদ্দিনের জীবনটা ঠিক অনেকটা সিনেমার মতো। তিনি একটা সময় কলকাতার এন্টালি মার্কেটে টানা রিকশা চালিয়ে দিন গুজরান করেছেন। তারপর নিজের অদম্য ইচ্ছায় গাড়ি চালানো শিখে ট্যাক্সি চালকের জীবন শুরু করে। লেখাপড়া শিখতে না পারার যন্ত্রণা ভুলতে তখন থেকেই দরিদ্র অসহায় শিশুদের জন্য জালালউদ্দিনের স্কুল খোলার ইচ্ছে জাগে। আর তাই সুন্দরবনের কাছে নিজের বাসস্থানেই ১৯৯৮ সালে সে গড়ে তোলে অসহায় গরিব শিশুদের জন্য স্কুল। ট্যাক্সির পিছনেও লিখে দেন, আয়ের টাকা সুন্দরবনের অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য ব্যয় হয়। তাই পুলিশকে ট্রাফিক কেস না দেওয়ার জন্যও আবেদন জানান ওই প্রৌঢ়।

তিনি বলেন, পুলিশ আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। অনেক সময় ভুলচুক হয়ে গেলেও সহৃদয় পুলিশ কর্মীরা কোন কেস দেননি। সেই অভিজ্ঞতা আমার আছে।' প্রথম স্কুল খোলার পরে দ্বিতীয় স্কুল শুরু করেন তিনি। সে জন্য তাঁরই ট্যাক্সির দুই আরোহী সাহায্য করেন। সে দু'জন এখনও জালালউদ্দিনকে সাহায্য করে চলেছেন। আরও কয়েক জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে পরে অনাথ শিশুদের থাকা-খাওয়া-শিক্ষার জন্য একটি ভবন ও তৈরি করেছেন এই জালালউদ্দিন। চার শতাধিক গরিব অসহায় ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব এখন তাঁর উপর। কয়েক জনের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সাহায্য পান জালালউদ্দিন।বাকি খরচ নিজেই চালান। জালালউদ্দিন বলেন, তাঁর দুই স্কুলে ৪০০ ছাত্র ছাত্রী তো আছেই, সেই সঙ্গে আছেন মোট ১৬ জন শিক্ষক ও চার জন শিক্ষা কর্মী।সকলের বেতন, মিড-ডে মিল ইত্যাদি মিলিয়ে মাসে তাঁর লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়।দু' বছর আগে টিভির একটি মেগা শোতে অমিতাভ বচ্চনের সামনা সামনি হয়েছিলেন তিনি।সেসময় সারা দেশের সামনে কৌন বনেগা ক্রোড়পতির মঞ্চে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন তথা সারা দেশের মানুষের সামনে নিজে কে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজকরাই তাঁকে কেবিসিতে ডাক দেন। তবে তিনি নিজে লেখাপড়া জানেন না বলে প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে গিয়ে না বলে দিয়েছিলেন। তবে সেই সমস্যার সমাধান করে দেন উদ্যোক্তারা। জানিয়ে দেন, তাঁর হয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য থাকবেন স্বয়ং বলিউড অভিনেতা আমির খান।আর হয়েছিল ও তাই। হটসিটে অমিতাভ বচ্চনের উল্টোদিকে জালাল উদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন আমির। তিনিই উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতিয়েছেন।২৪ অক্টোবর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে মুম্বই উড়ে যান জালাল উদ্দিন।২৫ অক্টোবর কেবিসির সেটে শ্যুটিং হয়।কেবিসি থেকে সেই জেতা টাকায় স্কুলের আরও উন্নতির কাজে লাগায় জালালউদ্দিন।প্রথমে একটি স্কুল ছিল। পরে আরও একটি স্কুল করেছেন। অনাথ আশ্রম করেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেকে চাকরিতেও যোগ দিয়েছেন। এভাবেই সমাজের চূড়ান্ত সেবা করে চলেছেন সুন্দরবনের ব্যতিক্রমী ট্যাক্সি চালক জালালউদ্দিন।যিনি শুধু সুন্দরবন নয় সারা দেশের গর্ব।

গোসাবায় ভ্যাকসিন অন বোট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপ বেষ্টিত গোসাবা ব্লক। এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই কারণে দ্বীপ এলাকার প্রচুর মানুষজন এখনও অবধি ভ্যাকসিন নিতে পারেনি। দ্বীপ এলাকাবাসীদের সুবিধার জন্য নদীতে চালু হল ভ্যাকসিন অন বোট'। সোমবার কুমিরমারী দ্বীপে ভ্যাকসিন অন বোট এর আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ

প্রতিমা মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক পি উলগানাথন, গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র সহ অন্যান্য সরকারী আধিকারীকগণ। 'ভ্যাকসিন অন বোট' চালু হওয়ায় জলযানে চেপে গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় পৌঁছে যাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এক প্রকার বাড়িতে বসেই ভ্যাকসিন নিতে পারবেন দ্বীপ এলাকার সাধারণ মানুষ।

গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র জানিয়েছেন বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ভ্যাকসিন নিতে পারেননি। মূলত সেই সমস্ত মানুষদের কথা চিন্তা করেই এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের মোদী সরকারের পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার অভিনব প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস জয়নগরে। বৃহস্পতি বার বিকালে জয়নগর ২ নং ব্লকের গড় দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শিক্ষক ও জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখের নেতৃত্বে নতুনহাটের নবপল্লীর মোড় থেকে প্রিয়নাথের মোড় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প অবধি সাড়ে তিন কিমি রাস্তায় এক অভিনব প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। গরু দিয়ে ট্রাক ও মোটর সাইকেল টেনে এই পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদ জানালো তৃণমূল কর্মীরা। বহু মানুষ এই অভিনব মিছিলে শামিল হন। এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং ব্লক

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকার আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের ঘুম চলে গেছে।একটার পর একটা সরকারি সম্পত্তি বেচে দিচ্ছে আর গরিব মানুষদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের দাম হু হু করে বাড়িয়ে চলেছে। আর তাই আজ এই ভাবে বাজারের সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। সে দিকে মোদী সরকারের নজর নেই।শুধু ঘটা করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে চলেছে। আমরা এই অপদার্থ মোদী সরকারের এই অপশাসনের বিরুদ্ধে গরু দিয়ে ট্রাক ও মোটর সাইকেল টেনে প্রতিবাদ জানালাম।

বাজের আওয়াজ

প্রথম পাতার পর

ফলে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বলছে কলকাতা মহানগর বায়ু দূষণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তাহলে কলকাতায় যদি বায়ুদূষণ অনেকটা হ্রাসই পায়, তাহলে বাজ পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কী করে? নাগাড়ে তোড়ে বৃষ্টি সঙ্গে ঘনঘন বাজের গগনভেদী শব্দ। কিউমুলোনিম্বাস মেঘ। অনেকটা গম্বুজের মতো দেখতে এই মেঘ সাদা-ধূসর ও কালো রঙের হয়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর থেকে প্রায় ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত এই মেঘের উল্লম্ব বিস্তার দেখা যায়। ওপরদিক চ্যাপ্টা ও তলদেশ প্রায় সমতল। কিউমুলোনিম্বাস মেঘে বজ্রপাতসহ নাগাড়ে ঝড় বৃষ্টি হয়। তাই এই মেঘের আরেক নাম বজ্রগর্ভমেঘ অর্থাৎ থান্ডার ক্লাউড।

নাগরিকত্বের সুরাহা

প্রথম পাতার পর

আসন প্রাপ্তিতে তৃণমূলের চেয়ে দৃশ্যত কম পেলেও বিজেপির ভোট প্রাপ্তি ২ কোটি ২৭ লক্ষ, আর তৃণমূলের ২১৩টি আসন পেলেও মোট প্রাপ্তি ২ কোটি ৮০ লক্ষ। পার্থক্য খুব বেশি নয়। ফলে সেই অঙ্কটা হিসেব করে, আগামী দিনের জন্য জন্য বিষয়টা মাথায় রেখেই হয়তো কেন্দ্র সাবধানে পা ফেলছে। কারণ হিসেব করে দেখা যায়, এই মার্জিনের প্রায় ৮০ শতাংশ মোট উদ্বাস্তু ও মতুয়াদের। পশ্চিমবঙ্গের এই ভোট ব্যাঙ্ক ভারতীয় জনতা পার্টি হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না। নিঃশর্ত দাবির পাশাপাশি ন্যূনতম শর্তকেও আমরা মান্যতা দিচ্ছি। যেমন যাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি আছে, তাদের নাগরিকত্বের আওতায় আনা হোক। এবং তা অবিলম্বে। এমনকি ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরকে নির্দিষ্ট সীমারেখা না করে এর পরেও বাংলাদেশের যে সমস্ত সংখ্যালঘুরা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে এসেছেন, তাদেরকেও নাগরিকত্ব প্রদান করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক ভাবনাচিন্তার আবেদন জানাই। কারণ অবিভক্ত বাংলা ভাগ হবার কারণেই সে দেশের সংখ্যালঘুদের জীবনে এই বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। এটা ভারত সরকারকেই দেখতে হবে। এবং তাদেরকেও নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের বিষয়টাকে সুরাহা না হলে, এবারের এই ভোট ব্যাঙ্কটাও তারা ধরে রাখতে পারবে না, রাজ্য জয় তো দূর অস্ত।' মহীতোষ বৈদ্য আরও বলেন, 'এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পরবর্তী যে হিংসা চলছে রাজ্য জুড়ে, তাতে মতুয়া ও উদ্বাস্তু সহ নিম্নবর্ণের মানুষরাই আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। তথাপি তারা দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে শুধুমাত্র নাগরিকত্বের জন্যে। আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৭১ সালেও মতুয়ারা এত মার খায়নি বা এত অত্যাচারিত হয়নি।'

সম্প্রতি বাংলার চারজন বিজেপি সাংসদ কেন্দ্রিয় প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন বনগাঁর সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে মহীতোষবাবু তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এই প্রথম একজন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী হলেন, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। কিন্তু যে মন্ত্রক তাকে দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে মতুয়াদের কি উপকার হবে, তা আমার জানা নেই। মতুয়াদের যেটা জ্বলন্ত সমস্যা, সেটা হল নাগরিকত্ব। আমরা অমিত শাহর সঙ্গে দেকা করে তার কাছে উদ্বাস্তু মন্ত্রক চেয়েছিলাম। আমরা দেখলাম যে এই মন্ত্রীসভায় নতুন মন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়েছে। তা হল, কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এরকমভাবেই উদ্বাস্তু বিষয়ক একটা মন্ত্রক পৃথকভাবে তৈরি করা হোক। যেমন আরও উদ্বাস্তু পুনর্গঠন বলে একটা মন্ত্রক ছিল। তেমনটা হলে শান্তনু ঠাকুর তাদের জন্য কাজ করতে পারতেন। সঙ্গে আমরাও কাজ করতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে যে মন্ত্রক তাকে দেওয়া হল, তা মাথায় পালকের মতো শোভাবর্ধন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তনুবাবুতো মতুয়া জনসমাজের একজন প্রতিনিধি। ফলে তাকে এহেন মন্ত্রক দিয়ে একপ্রকার কোনঠাসা করে দেওয়া হল, বলে আমি মনে করি। সর্বোপরি বিষয়টা হল নাগরিকত্ব। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত আনন্দের পাশাপাশি শংসয়ের দোলাচলও রয়েছে মতুয়া জনমানসে।'

নিয়ন্ত্রণহীন

প্রথম পাতার পর

জলে নেমেও চুল না ভিজিয়ে বাসভাড়া বৃদ্ধির এই কৌশলে পশ্চিমবঙ্গ যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই।

বামফ্রন্ট সরকারের মুন্সিয়ানায় বেসরকারি পরিবহনের অঙ্গ অটো ও রিক্সা ভাড়া আগেই চলে গিয়েছে বেসরকারি হাতে। এবার মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল সরকার বাসভাড়াও তুলে দিল বাস মালিকদের জিম্মায়। ফলে রেল ও সরকারি বাস ছাড়া এখন রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ পুরোটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অর্থাৎ এ রাজ্যের রাস্তায় বাস নামানো এবং তার ভাড়া নির্ধারণের নিয়ন্ত্রক বেসরকারি মালিকরা। সরকার তার দায় ঝেড়ে ফেলে মানুষের কাছে বার্তা দিচ্ছে তেলের দাম বাড়লেও কোনও চিন্তা নেই। ভাড়া বাড়াতে দেবে না সরকার। সম্প্রতি পরিবহনের কিছু ফি মকুব করেছে সরকার। যদিও মালিকরা তাকে মোটেই স্বাগত জানায় নি। বরং বলেছে অনাদায়ী ট্যাক্স আদায়ের এটা একটা কৌশল মাত্র। সরকার আর মালিক পক্ষের এই দ্বৈরথ চলতেই থাকবে। তেলের বাড়তি দাম আর বাড়তি যথেচ্ছ ভাড়ার চাপে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে মানুষকে।

ট্রেন চালুর দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ তিন মাস হতে চললো এ রাজ্যে লকডাউন বা বিধিনিষেধ চলছে। বন্ধ আছে লোকাল ট্রেন। বন্ধ লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের রুটিরুজির পথ। সুন্দরবন সহ শহর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে যারা প্রতিদিন কলকাতায় আসেন পেটের টানে, রুটি রুজির প্রয়োজনে, লকডাউনের কারণে লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় কাজ হারিয়ে তাদের সকলের অবস্থা আজ দুর্বিষহ। এইমুহূর্তে তাই সকল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে সমস্ত লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে সোচ্চার হওয়া উচিত বলে মনে করছেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এপিডিআর। এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ বলেন, আমরা দেখেছি গত কয়েকমাস ধরে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ

মানুষ জীবন জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে ও লকডাউনের বিরোধিতায় তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়ে প্রশাসনিক দপ্তরে গেলে প্রশাসনের দিক থেকে অসহযোগিতা ছাড়া কিছুই আসেনি। উপরন্তু নিজেদের অধিকারের কথা বলায় বহু শ্রমজীবী মানুষকে এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডিএম অ্যাক্টে মামলা দিয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে প্রশাসন তরফে। তাই বিভিন্ন গণ সংগঠন ও ব্যক্তি মানুষের যৌথ উদ্যোগে লোকাল ট্রেন চালু ও শ্রমজীবী মানুষের জমায়েতের উপর ডিএম আইনে মামলা দেওয়ার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিয়ালদহে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হলো এবং দ্রুত লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবিতে শিয়ালদহ ডিআরএম অফিসে ডেপুটেশন ও দেওয়া হয়। এদিন যে দাবি গুলো পেশ করা হয় তা হল– ১) শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সমস্ত লোকাল ট্রেন সহ গণপরিবহন ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। ২) স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে যাত্রা করা কোনো ব্যক্তিকে হয়রানি করা, ফাইন করা চলবে না। ৩) হকারদের ট্রেনে ওঠা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। শিয়ালদহ সহ সমস্ত স্টেশন প্ল্যাটফর্মের হকার ও সকল সাধারণ হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের দাবিতে যে কোনো জমায়েতে 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট' এর প্রয়োগ অবিলম্বে বাতিল করে, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে দেওয়া মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫) ট্রেন চালু ও রুটিরুজি, ক্ষতিপূরণজনস্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিতে পথে নামা বিক্ষুব্ধ জনগনের উপর কোনো নির্যাতন, হুমকি, ধরপাকড় চলবে না।

ধর্নামঞ্চে মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল নলহাটি থেকে মোরগ্রাম জাতীয় সড়ক। বেরিয়ে পড়েছে কঙ্কালসার চেহারা। প্রশাসনকে জানিয়ে মেলে নি সুরাহা অভিযোগ জেলার বাসিন্দাদের । রাস্তা মেরামতির দাবিতে ২ জুলাই থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই কাটাগড়িয়া মোড়ে অবস্থান ধর্না বিক্ষোভ করে। ৩ জুলাই ধর্নামঞ্চে যোগ দেন ডিওয়াইএফআই

রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। রাজ্য ও কেন্দ্রসরকারের সমালোচনা করেন তিনি। মীনাক্ষীর বক্তব্য শুনতে উপস্থিত ছিলো অসংখ্য জনসাধারণ।

বীরভূমে প্রশ্নে বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় বেসরকারি বাস কিছুটা কম চলায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছে যাত্রীরা । সাঁইথিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটে প্রায় ষাটটি বাস চলাচল করে । সাঁইথিয়া বাস যাত্রীকল্যাণ সমিতির সম্পাদক পতিতপাবন দে বলেন, 'এখন ৩০ থেকে ৩৫টি বাস চলছে । ছোটো রুটগুলিতে টোটো চলায় বাস যাত্রী পাচ্ছে না ।' সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটে প্রায় দেড়শোটি বাস চলাচল করে । জেলা বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সহসম্পাদক জয়ন্ত ব্যানার্জী বলেন, 'এখন চল্লিশ শতাংশ বাস চলছে । টোটো অটোর জন্য আমাদের ব্যাবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রশাসনকে জানিয়েছি । খয়রাশোল এলাকায় রাস্তা খারাপের জন্য সিউড়ি থেকে লোকাল বাস চলাচল করছে না ।' মুরারই বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটে প্রায় ৪০ – ৪৫টি বাস চলাচল করে । বাসমালিক উৎপল গাঙ্গুলী বলেন, 'এখন পঞ্চাশ শতাংশ বাস চলছে । টোটো অটোর জন্য খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।' এমতাবস্থায় কতদিন সচল থাকবে বেসরকারি বাস পরিষেবা সেই বিষয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাস কর্মী থেকে জেলার বাসিন্দাদের মনে ।

প্রশাসনিক রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ জুলাই আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উদ্যোগে তিন প্রশাসনিক আধিকারিককে সংবর্ধনা দেওয়া হল। জেলা পরিষদের সাভধিপতি সামিমা সেখ, সহকারী সভাধিপতি পূর্ণিমা হাজারী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) তানভীর আবজল রাজ্য সরকারের খাদ্য দফতরের যুগ্ম সচিব এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের ডিরেক্টর পদে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন সামিরুল আলম। তিনি আলিপুর সদরের মহকুমা শাসক ছিলেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমিসংস্কার) সৈকত চক্রবর্তীর জায়গায় নতুন দায়িত্বে এলেন অদিতি চৌধুরী। তিনি ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক ছিলেন। জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ ঘোষ আলিপুর সদরের মহকুমা শাসক হলেন।

আগামীর ব্যাটন

প্রথম পাতার পর

আর যাঁদের 'বাদ' পড়েছেন বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের মধ্যে বাবুল সুপ্রিয় একটু অসন্তোষের হাওয়া তোলায় সেটাকে খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে তোল্লাই দেওয়া হচ্ছে।

এই 'বাদ' পড়া অন্যতম মন্ত্রী তথা আরএসএস-এর ঘরের মেয়ে দেবশ্রী চৌধুরীকে যে বাংলা বিজেপিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আনা হতে চলেছে এ ব্যাপারে কেউ কোনওরকম হেলদোল দেখাচ্ছে না। তাঁদের জ্ঞাতার্থে এটুকু বলা যেতে পারে আগামী ডিসেম্বরেই দিলীপ ঘোষের টার্ম শেষ হচ্ছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি হিসেবে। সেই জায়গায় দেবশ্রী চৌধুরীকে স্থলাভিষিক্ত করতেই হয়তো এখন থেকেই রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এটা মোটেই বাদ পড়া নয়। বরং বিজেপি বা আরএসএস রাজনীতির সঙ্গে যাঁদের সম্যক ধারনা নেই তাঁরাই কংগ্রেসের ফেলে আসা চশমায় মাপতে চাইছেন বর্তমান পরিস্থিতি।

প্রসঙ্গ হল দিলীপের বদলে দেবশ্রী কী নাকের বদলে নরুল? প্রশ্ন উঠতেই পারে। সবার জন্য উত্তর হল রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে হারাতে গত বিধানসভায় কম চেষ্টা করে নি বিজেপি। মোদী, শাহ, যোগী থেকে পুরো কেন্দ্রীয় ইউনিট ঘাঁটি গেড়েও কিছু করতে পারেন নি। বাঙালি অস্মিতাতে বিজেপিকে তৃণমূল টেক্কা দিয়েছে বলে এক্ষেত্রে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেদিক থেকে ভাবনা চিন্তা করেই বঙ্গ কন্যার হাতেই আগামীর নেতৃত্ব সঁপতে চাইছে বিজেপি। একইসঙ্গে রাজ্যে যে অংশ বা ভোটারদের মধ্যে পদ্মের প্রভাব যথেষ্টই সেই উত্তরবঙ্গ থেকে এক জোড়া মন্ত্রী (নিশীথ প্রামাণিক ও জন বার্লা) ,মতুয়া সম্প্রদায়ের শান্তনু ঠাকুর ও জঙ্গলমহলের সুভাষ সরকারকে মন্ত্রিসভায় সামিল করে ভারসাম্য বজায় রাখল গেরুয়া শিবির।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ জুলাই সাতগাছিয়া বিধানসভার কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর গ্রামে তৃণমূল বিজেপি রাজনৈতিক সংঘর্ষে চন্দনা হালদার নামে এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ওই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য উদয় মণ্ডল সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করে। পরবর্তী সময়ে আরও এক জনকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে ধৃতরা জেল হেফাজতে আছে। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটুর অভিযোগ তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এই নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে। ধৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। যদিও বজবজ-২ নম্বর ব্লকের যুব নেতা তথা সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, এটা একটা পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। গত ৮ জুলাই মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা কামরায় মৃত মহিলার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এর পর বাহিরকুণ্ড গ্রামে আর একটি আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গেও মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা কথা বলেন।

জয়ীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়ীদের রাজ্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ৩ জুলাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোটর্সের উদ্যোগে সোনারপুর কামরাবাদ গার্লস হাই স্কুলে একটি অনুষ্ঠান হয়। ১৬ জন সফল প্রতিযোগী ও একজন যোগাসন দলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ বলেন, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ প্রতিবছর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদ থেকে সংগঠনকে ২ লক্ষ টাকা দেন। তাঁকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঘূর্ণিঝড় যশের পর জেলার ছটি এলাকায় ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।

কাল বিলম্বে দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন আইনজীবীদের মতে এই পরিস্থিতিতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কোর্টের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের। যেমন স্ট্যাম্প পেপার বিক্রেতাদের, মুহুরিদের এবং আরও অন্যান্য যারা এই আইন ব্যবসার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের সংসার চালাতেন। প্রায় সময়ই অভিযোগ ওঠে, আইনজীবীদের স্বিচারিতা এবং মামলার জন্য বেশি পরিমানে টাকা নেওয়ার। এই অভিযোগের উত্তরে আইনজীবীরা জানান কোর্ট অফিসিয়ালদের জন্য সরকারিভাবে বহু প্রকল্প থাকলেও উকিলবাবুদের জন্য তেমন কোনও প্রকল্প নেই। আবার এই পরিস্থিতিতে কোর্ট কর্তৃপক্ষ না এলেও মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু উকিলদের ক্ষেত্রে তা নয়। ফলে মুহুরি, জুনিয়র এবং অন্যান্য কর্মীদের সংসার চালানোর দায় কিন্তু বর্তায় সিনিয়র আইনজীবীদের ওপর। ফলে গ্রাহকদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। এই বিষয়ে আলিপুর কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী বলেন, উকিলদের জন্য একটি 'ওয়েল ফেয়ার ফান্ড' তৈরি করা হয়েছে। এই ফান্ডের টাকা আসে স্ট্যাম্প বিক্রি করে। বার কাউন্সিল বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে এই স্ট্যাম্প বিক্রি করে যা তারা কেনে সরকারের কাছ থেকে। সব কোর্টেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। ওকালতনামা জমা দেওয়ার সময় এই দশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্পটি প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই স্ট্যাম্প কেনার কোনও অডিট বা হিসাব রাখা হয় না। তাই ওই ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে কোনও উকিলই সাহায্য পান না। এহেন অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে মানুষ যে কোর্টের ওপর ভরসা করবে তাও এখন অনেক সন্দেহের ব্যাপার। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন কোর্টে অনলাইনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানালেন কয়েকজন আইনজীবী। করোনা না আসলে হয়তো এত কিছু ধরাই পড়তো না।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে কিছু আইনজীবীর অনৈতিক কাজকর্মের ফলে মানুষ এখন সব কিছুই টাকা পয়সা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এ ভাবেই বেড়ে চলেছে ভ্রষ্টাচার। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে মানুষ আর গণতান্ত্রিক আইনকে সম্মান করবে না এবং কোর্টেরও আর প্রয়োজন পড়বে না।

বিচার চলাকালীন কাল বিলম্বের আরও একটা কারণ হলো যখন তখন বিচারক বদলী। এক জন জজ একটি মামলার শুনানি শেষ করার আগেই বদলি হয়ে যাচ্ছেন। পরে আবার নতুন জজ এসে প্রথম থেকে একই মামলার শুনানী শুরু করছেন, বুঝতেও সময় নিচ্ছেন বেশ কিছু দিন। এমন ভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর, কেস যারা করেন সেই উভয় পক্ষের বংশ পরম্পরায় একটি কেস চলতে থাকে।

এমন হাস্যকর বিচার ব্যবস্থা বহাল থাকলে দেশে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা যেমন কমতে থাকবে তেমনই বাড়তে থাকবে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা। ফলে এখনই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার।

জলকেলি : মেঘভাঙা বর্ষণে দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ার সড়ক পথ জলবন্দী। ছবি – অরুণ লোধ

রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়া কামারপাড়া ইরাড স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আয়োজিত রবিবার (৪ জুন) স্পন্দন হাউসে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রধান কর্ণধার দেবাশিস যশ ও স্পন্দন যশ বলেন, করোনা মোকাবিলায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের সম্মান ও কুর্নিশ জানাতে গ্রীষ্মকালীন রক্তের সঙ্কট মোচনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাঁরা আগামী দিনে এভাবেই সামাজিক কাজ মানুষের জন্য করে চলেছেন। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর হাসপাতাল। এতে মোট পুরুষ ও মহিলা সহ ৮৫ জন রক্তদান করে নজির গড়লেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার, বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, প্রাক্তন উপপ্রধান অমিত রায় সংগঠনের সভাপতি বরুণ মালিয়া। এদিন বৃষ্টির মধ্যে প্রচুর স্বেচ্ছাদাতারা একজোট হয়ে নিজেদের যুক্ত রেখে রক্তদান শিবির উৎসবের চেহারা নেয়।

মানবিক রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়া পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার ৪ জুন দুপুরে নিজস্ব ভবনে ৫০ জন গরিব দুঃস্থ ও ফুটপাতবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনের সম্পাদক সৌমিত্র কুণ্ডু। সঙ্গে নগদ ৫০ টাকা। সৌমিত্র বাবু বলেন, গত এক বছর ধরে জীবনযাত্রা গতানুগতিকতার আগামীতে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের অঙ্গীকার। অনুষ্ঠানে অনস্বীকার্য অবদান 'চুঁচুড়া আরোগ্য' সংস্থার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ দত্তর হাতে তিরিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে সাহায্য করলেন উদ্যোক্তারা। এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত কুমার খাঁ, ভাইস সেক্রেটারি অলোক মণ্ডল।

সীমানায় আর নেই। চারিদিকে স্বজন হারানোর কান্না। নিরাশার হাড় হিম করা হাওয়া। এভাবেই সমাজের পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত ও অসহায় মানুষদের পাশে থাকা। সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপম ভট্টাচার্য জানান, সময়টা থমকে দাঁড়িয়েছে। পঞ্জাবের চন্ডীগড়ের প্রবাসী বাঙালি রিয়া বিশ্বাস প্রমুখরা। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মানসিক বিকারগ্রস্ত সংস্থা 'প্রচেষ্টা'কে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

পুর নির্বাচনের আগে এবার দুয়ারে কেএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী শারদোৎসবের আগেই কলকাতা পুরসংস্থার অষ্টম পুর নির্বাচন হতে চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কলকাতা পুরসংস্থা এবার দুয়ারে কেএমসি' প্রকল্প আনতে চলেছে। অতিমারী রুখতে নবান্ন যে বিধিনিষেধ বা আত্মশাসন জারি করেছে তা উঠে গেলেই কলকাতা পুরসংস্থা এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। তারপরই কলকাতাবাসী এ বিষয়ে বুকিং করতে শুরু করবে। এই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দুয়ারে কেএমসি – তে পুরসংস্থার শীর্ষ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা শিবির করে বসে বিশেষ করে বাড়ির অ্যাসেসমেন্ট ও জমি-ফ্ল্যাটের মিউটেশন অন স্পট করে দেবে। বাসিন্দাদের আর পুরসংস্থায় আসতে হবে না। অর্থাৎ যে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং বা বড়ো আবাসনের মিউটেশন ও অ্যাসেসমেন্ট দুটোই বিবিধ কারণে এতোদিন আটকে ছিল সেগুলি আবাসন চত্বরেই কেএমসি নিজ উদ্যোগে গিয়ে বাসিন্দাদের উঠোনে বসেই তার একটা সমাধান করে দেবে। চটজলদি, আবেদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাতে হাতে

জমি বা বাড়ির মিউটেশনের নথি বাসিন্দারা পেয়ে যাবেন। ৮ জুলাই দুয়ারে কেএমসি কর্মসূচি ঘোষণা করলেন কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। অনেকেই সম্পত্তি কর জমা করতে পারছেন না মিউটেশন না হওয়ায়। ওয়েভার স্কিমের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ জমি বা বাড়ির সম্পত্তি কর বেড়েই যাচ্ছে। জমির কোনওরূপ সমস্যা থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়িতে পানীয় জলের লাইন নিতে পারছেন না। বিজ্ঞপ্তি জারি হলেই নাগরিকরা বুকিং করতে শুরু করবে। তারপর নথি ধরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শিবির হবে।

নয়া দুয়ারে কেএমসির লক্ষ্য আগামী পুর নির্বাচন ও পুরসংস্থার বকেয়া বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা। কারণ পুর কোষাগার যে ফাঁকা পুরসংস্থার আধিকারিকরা একথা স্বীকারও করেছেন। উল্টোডাঙা থেকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত বাইপাসের দু'ধারে কয়েক লক্ষ নয়া ফ্ল্যাট গত ২০ বছরে নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু তার মিউটেশন হয়নি। একইভাবে বেহালা-টালিগঞ্জ-যাদবপুরে লক্ষাধিক ফ্ল্যাট ও বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু সম্পত্তি কর দিচ্ছেন না। কারণ মিউটেশন হয়নি। সবমিলিয়ে এই দুই জোন থেকে অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা পুরসংস্থার আদায় হতে পারে বলে পুর রাজস্ব দফতরের আধিকারিকদের ধারণা। এই টাকায় কলকাতায় নয়া প্রকল্প ও পরিষেবা তৈরি হবে।

৫০ হাজার গাছ লাগানো হবে সারা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় 'অরণ্য সপ্তাহে'র সূচনা করে ৭ জুলাই কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এবারের অরণ্য সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে লক্ষ্য স্থির হয়েছে এবারও কলকাতায় ৫০ হাজার চারাগাছ রোপণ করা হবে। গতবছর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফানে কলকাতার প্রায় ১৫ হাজার গাছ পড়ে যায়। তারপর ওই ১৫ হাজার পড়ে যাওয়া গাছের পরিবর্তে গতবার কলকাতায় প্রায় ৫০ হাজার গাছ লাগানো হয়। ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের উদ্যান ও পরিবেশ দফতরের সদস্য দেবাশিস কুমারের নেতৃত্বে কলকাতার যেখানেই ফাঁকা জায়গা পাবে সেখানেই প্লান্টেশন করা হবে। এবছর আজকের দিন থেকে কলকাতার যেখানে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই গাছ লাগানো হবে। কলকাতার যেখানে যেখানে নতুন নগরায়ণ হচ্ছে। পূর্ব কলকাতার পাটুলির মতো জায়গায় যেখানেই নতুন করে গড়ে ওঠা জায়গায় যেখানে জায়গা পাবো সেখানেই প্লান্টেশন করবো। কলকাতা বন্দর এলাকায় বেশি করে প্লান্টেশন করা হবে কারণ এখানে বায়ু দূষণ কলকাতার অন্য জায়গার তুলনায় অনেকটা বেশি হয়। হেভি ভেহিকল

বেশি যাতায়াতের ফলে। তার এই প্লান্টেশনের মাধ্যমে কলকাতার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়। লক্ষ্য এবারও ৫০ হাজার গাছ লাগানো। কলকাতার যেখানে গাছ আছে, সেখানে গাছগুলি বড়ো হয়ে যাওয়ায় নতুন করে আর ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য পুরসংস্থা নতুন করে ভাবনা হয়েছে 'আর্বান ফরেস্ট্রি'। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেমন ইকো পার্ক গড়ে উঠেছে। ঠিক অনুরূপ ভাবে জায়গা নিয়ে সেখানে নতুন করে বনায়ণ গড়ে তোলার কারণ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, যতো বনায়ণ তৈরি হবে। কলকাতায় তো কেবল কলকাতার গাছপালার হাওয়া প্রবাহিত হয় না। কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হাওয়াও খেলে বেড়ায়। বনায়ণ হলে কলকাতার বায়ু দূষণটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। এদিনের ট্রি প্লানটেশন ও অরণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসকের সঙ্গে পর্ষদ সদস্য দেবাশিস কুমার, পুরসংস্থার উদ্যান পালন দফতরের আধিকারিক সোমনাথ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

স্কুলে সেফ হোম চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাট ফাউন্ডেশন নামে এই সংস্থা গত বছরও কোভিডের সময় মানুষের পাশে

দাঁড়িয়েছিল। আর এই দ্বিতীয় ঢেউতেও তারা ল্যান্স ডাউনের শিশুমঙ্গল হাসপাতালের উল্টো দিকে যে সাউথ সুবার্বান স্কুল রয়েছে সেখানে তারা এলাকার বিধায়ক দেবাশিস কুমারের সহযোগিতায় সেফ হোমের সুবন্দোবস্ত করেছে। এই সেফ হোমে প্রায় ৫০টি বেড রয়েছে। এই প্রথম কলকাতার কোনও সরকারি স্কুলকে সেফ হোমে পরিণত করেছেন তারা। প্রায় ৩৬ জন এই সেফ হোমে কাজ করছেন যেখানে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ। মহিলা বিভাগ, পুরুষ বিভাগের সাথে সাথে বিশেষ বিভাগ এবং সকলের জন্য বিভাগও রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৮ জন এখানে ভর্তি হয়েছেন এবং ২৮ জন চিকিৎসা পেয়েছেন আউটডোরের মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান এই কোভিড কেয়ার ইউনিটের দায়িত্ব নিয়েছে। এলাকায় এই রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে এলাকাবাসীও আনন্দিত। এই সংস্থার সদস্য দেবীপ্রিয়া গুহ বলেন, 'গত বছর প্রথম ঢেউয়ের সময় প্রায় ৩০০টি পরিবারকে খাওয়ানো এবং তাদের চিকিৎসা জনিত সব দায়িত্বই এই সংস্থা নিয়েছিল এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় এমন একটি কাজ করতে পেরে তারা সত্যিই আনন্দিত। তাই এই জন্য তারা ধন্যবাদ জানায় দেবাশিস কুমারকে।'

হকারদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক্সেস ডেভলপমেন্ট সার্ভিস প্রায় ২লক্ষ ৯০ হাজার মানুষের কাছে তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে চলেছে প্রতিনিয়ত, এদের মধ্যে রয়েছে কৃষক, চিত্রশিল্পী, তাঁতী এবং ক্ষুদ্র শিল্পীরা। ১৪টি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এদের কর্মকাণ্ড। এই কোভিড কালে কলকাতার হকাররা ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের পাশে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে এক্সেস ডেভলপমেন্ট সার্ভিস। প্রায় ৩ হাজার হকারকে এই সংস্থা স্যাভেক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। তেমনই এক প্রশিক্ষণ হল গড়িয়াহাটে ৭ জুলাই সারাদিন ধরে। এই দিন কোভিড কালে স্যানিটাইজেশন এবং কীভাবে সুস্থ থাকা যায় সেই নিয়ে প্রশিক্ষণ হয় রাস্তার হকার এবং যাঁরা রাস্তায় খাবার বিক্রি করেন তাঁদের জন্য। এছাড়াও কীভাবে তারা তাঁদের এই ব্যবসাকে আরও বাড়াতে পারবেন কীভাবেই বা

সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা তারা নিতে পারবেন সেই নিয়েও তাঁদেরকে দিক প্রদর্শন করা হয়। শুধু তাই নয় ডিজিটাল মাধ্যমে কীভাবে ব্যবসা করবেন এবং পয়সা কড়ি লেনদেন হবে সেই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও শিখিয়ে দেওয়া হয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত জিনিষের ওপরেও দিক নির্দেশ করা হয় তাঁদের। এছাড়াও প্রশিক্ষণের শেষে এদিন সবার হাতে শংসাপত্রের সাথে স্যানিটাইজেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। তার মধ্যে ছিল স্যানিটাইজার, সাবান, ডিসইনফেক্ট্যান্ট, প্লাস্টিক গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হকার সংগ্রাম কমিটির অভিজিৎ সাহা, প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন দীপক মণ্ডল এছাড়াও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রঘুমণি চ্যাটার্জী, সুব্রত দলুই, সৌমেশ লাল, অভিষেক পাল, দীপঙ্কর নিয়োগী এবং সেখ সেলিম।

বর্ষা শুরু হতেই সাপের দৌরাত্ম্যে অতীষ্ট সুন্দরবন, ওঝা-গুনীনের দাপট

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সচেতনতার অভাব। সাপের কামড়ে মৃত্যুর পর এযুগের বেহুলা কে কলার মান্দাস করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীতে! বর্ষাকাল আসলেই সাপের উপদ্রব প্রচন্ড হারে বেড়ে চলে। ব্যতিক্রম ২০২১ সাল। প্রখর গরমেও সাপের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। রবিবার ঘড়িতে তখন রাত প্রায় ১১টা। পরপর চার জন সাপে কামড়ানো রোগী এল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। প্রত্যেকেই প্রথমে গুণীন এর কাছে হাজির হয়েছিলেন। বেগতিক বুঝে একপ্রকার বাধ্য হয়েই চিকিৎসার উপর ভরসা করে হাসপাতালে হাজির হয়। তার আগের দিনও প্রত্যন্ত সন্দেশখালি ব্লক থেকে এক রত্তি শিশু কন্যাকে সাপে কামড়ানোর পর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ঘন্টা চারেক গুণীনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একরত্তি নিঃষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে পরে জানা যায়।

সচেতনতা সত্বেও সুন্দরবন এলাকার মানুষ জন ওঝা গুণীনের উপর অগাধ বিশ্বাস করে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছেন। গ্রীষ্মকালে কিংবা বর্ষাকালে সাপের যেমন উপদ্রব বেড়ে চলেছে ঠিক তেমন ভাবে সারা বছর ধরে সাপের থেকেও বেশি উপদ্রব বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীন এর দাপট। প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গ্রাম গুলিতে ধারাবাহিক ভাবে চলছে এমন নাটক। বর্তমানে সাপের কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসার পর কোনও রোগীর মৃত্যু হয়েছে এমন নজির নেই। পাশাপাশি যতগুলি মৃত্যু হয়েছে সেই মৃত্যুর পিছনে ওঝা কিংবা গুণীনের হাত রয়েছে একশোভাগ।

গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই থাকে। সাপে কামড়ানোর ঘটনায় মৃত্যুর হারও বাড়ছে।একটু সতর্ক হলে এমন মৃত্যু পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব এমনটাই মতামত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় ও দীর্ঘদিন সাপ নিয়ে সচেতনতা করা ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্যতম সদস্য দেবাশীষ দত্তের। রাজ্য তথা দেশের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সাপের কামড়ের ঘটনা বেশি ঘটে। মৃত্যুর সংখ্যাও সব থেকে বেশি এই জেলায়।

এই জেলায় জল জঙ্গলে ভরা সুন্দরবন এলাকায় সাপে কামড়ানো ঘটনা বেশি ঘটে। প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং যোগাযোগ মাধ্যমের অসুবিধার কারণে কুসংস্কারের বেড়াজালে পড়ে এখানে সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাণ সংশয় এর মতো বিপদের সম্মূখীন হতে হয়। উল্লেখ্য আমাদের দেশে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫২ প্রজাতির সাপ বিষধর। আবার এই ৫২ প্রজাতির মধ্যে ৪০ টি সামুদ্রিক সাপ। সুন্দরবন সহ রাজ্যে ৬ প্রজাতির বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই ছয়টি সাপের মধ্যে ৪ টি সাপের কামড়ে বেশীর ভাগই মানুষের মৃত্যু হয়।

বিষধর সাপগুলি হল- কালাজ, শঙ্খচূড়, কেউটে, শাঁখামুটি, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং গেছোবোড়া।

বিষহীন সাপগুলি হল, ঘরচিতি, কালনাগিনী, দাঁড়াশ, লাউডগা, তুতুর, লালবালিবোড়া, বেতআছাড়, অজগর, জলঢোঁড়া, মেটেলি, জলমেটেলি।

সুন্দরবন এলাকার কোন সাপের চরিত্র কেমন

(১) কালাজ –প্রচন্ড তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ এটি।এর আঞ্চলিক নাম শিয়রচাঁদা বা ঘামচাটা। এদের কোনও ফণা নেই। এরা লম্বায় প্রায় তিন থেকে চারফুট হয়ে থাকে। একমাত্র রাতেই বিছানায় উঠে এসে কামড় দেয়। কামড় দেওয়ার পর কোনও দাগ থাকে না এবং রক্ত বের হয় না। কোনও প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। এমন ঘটনা যা কিনা পৃথিবীতে বিরল! কামড়ের সময় মাত্র এক মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এই সাপের কামড়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বেশি মৃত্যু হয় (৬২.৮%)। কালাজ এর বিষ স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। এই সাপ ভয়াল ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বিষধর। এদের গায়ের রঙ কালো, তার উপর ডোরাকাটা সাদা দাগ। এদের কে রাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ হল কালাজ

(২)শঙ্খচূড়। – এই সাপ লম্বায় প্রায় ১০-১২ ফুট

হয়ে থাকে। এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ বিষধর সাপ। এই সাপ মাত্র ১২ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সর্প বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৃহৎ বিষধর শঙ্খচূড় প্রজাতির সাপটি অবলুপ্তির পথে ফলে এই সাপের দেখা মেলে না বললেই চলে।

(৩) গোখরো – এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ। এটির কামড়ালে মানুষের শরীরের নার্ভকে অচল করে দেয়। কামড়ের সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এই সাপের কামড়ে ক্ষতস্থানে প্রচন্ড ব্যাথা হয়। ক্রমাগত ক্ষতস্থান ফুলতে থাকে। এরা স্থানীয় এলাকায় 'খরিশ কেউটে' নামে বেশি পরিচিত। এদের ফণার পিছনে ইংরাজী 'U' আকৃতির চিহ্ন থাকে। এই সাপ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) কেউট –এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ। এদের ফণার পিছনে 'পদ্ম চিহ্ন' থাকে। এদের কে স্থানীয় ভাবে 'কালকেউটে', 'আলকেউট', 'শামুখভাঙা' 'পদ্ম কেউটে' নামে পরিচিত। এরা কামড়ানোর সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এরা সাধারণত লম্বায় ৫-৬ ফুট হয়ে থাকে। এদেরকে ক্ষেতখামার, মাঠে, বাগানের ঝোপ ঝাড়ে দেখতে পাওয়া যায়।

(৫)চন্দ্রবোড়া –এই সাপের কামড়ে মানবদেহের রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয়। বাংলার একমাত্র হিমোটক্সিক সাপ চন্দ্রবোড়া।এই চন্দ্রবোড়ার কামড়ে সব থেকে বেশি প্রাণহানী ঘটেছে বাংলায়। এটি ফণাহীণ সাপ,এদের গায়ে চাকা চাকা চন্দন হলুদ রঙের দাগ থাকে। এরা কামড়ালে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হয়। চিকিৎসা করাতে দেরি হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে। মুত্রের সাথে রক্ত এসে যায়। এরা সাধারণত ২-৩ ফুট লম্বা হয়।

(৬) শাঁখামুটি – এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির হয়। সাধারণত মানুষ কিংবা জীবজন্তুকে এরা কামড়ায় না। এদের বিষ তীক্ষ্ণ। এদের চেহারা বেশ বড় হয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং কালোর উপর ব্যান্ড।

(৭) গোছোবোড়া –এদের স্থানীয় নাম 'গেছো সাপ' । বিশেষজ্ঞদের মতে এদের বিষধর সাপের তালিকা রাখলেও এদের কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। এদের সাধারণত জঙ্গলে দেখা যায়।

বিষহীন সাপ –

(১) ঘরচিতি (২) কালনাগিনী (৩) লাউডগা (৪)দাঁড়াশ (৫) অজগর (৬) লালবালিবোড়া (৭) তুতুর (৮) বেত আছাড় (৯) মেটেলি (১০) জল মেটেলি।

সর্প চিকিৎসকদের মতে বিষধর সাপে কামড়ানোর পর রোগীকে যে যে লক্ষণ দেখে বোঝা যায়-

(১) রোগীর দুটি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসা।
(২) ক্ষতস্থানে অসম্ভব জ্বালা-যন্ত্রণা হওয়া।
(৩) ক্ষতস্থান দ্রুত ফুলে ওঠা।
(৪) গলা ব্যাথা কিংবা ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়া।
(৫) শরীরের নানান স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া।
(৬) জিভ জড়িয়ে যাওয়া।
(৭) ঝিমিয়ে পড়া।
(৮) চোখে ঝাপসা দেখা।
(৯) রোগীকে সাহস জোগানো।
(১০) অহেতুক রোগীকে হাঁটা চলা না করানো।

প্রখর গরমে এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই চলেছে, তেমনই বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীণদের দাপটও। সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার উপায় থাকলেও ওঝা গুণীনদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আগেই নিজেকেই সাহসিকতার সাথে সচেতন হতে হবে। আর তা না হলে,বিষাক্ত সাপের থেকেও ওঝা-গুণীনের তীক্ষ্ণ বিষ জীবন সংশয় ডেকে আনবে । কেউ রদ করতে পারবে না। ফলে ওঝা গুণীন একেবারেই এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

আর সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে গেলে প্রথমত গৃহস্থের বাড়ির চারপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সাবধানে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি গুঁড়ো চুনের সাথে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে গৃহস্থের বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঝোপ ঝাড় যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে রাখতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন এমনভাবে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিলে ভালোই ফলফল পাওয়া সম্ভব। চুন ও ব্লিচিং এর তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বিষাক্ত সাপ সহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ গৃহস্থের বাড়ির আশে পাশে আসতে পারবে না।

এছাড়া রাতের বেলায় অবশ্যই টর্চ লাইট ব্যবহার করে পথে হাঁটাচলা করা উচিৎ। রাতে ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করেই অবশ্যই মশারি টাঙানো প্রয়োজন।

সাপে কামড় দিলে কি করবেন –

একদমই ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাপ কামড়ালেই ঝাড়-ফুঁক ওঝা-গুণীনের কাছে একদমই যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোজা নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সাপ কামড় দিলে রোগী কে ১০০ শতাংশ বাঁচানো সম্ভব। সাপে কামড় দিলে মনে রাখতে হবে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন। তা ছাড়াও সাপে কামড়ানোর ক্ষেত্রে রুল অফ ১০০ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন প্রজাতির বিষধর সাপ কামড় দিলে ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ AVS'(অ্যান্টি ভেরাম সিরাম) দিতে পারলেই রোগীর কোন মৃত্যুর সম্ভবনা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে অহেতুক সময় নষ্ট না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি এবং প্রাথমিক ভাবে সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উল্লেখ্য, এশিয়া মহাদেশ তথা পৃথিবীর বিখ্যাত তীক্ষ্ণ বিষধর ফণাহীন সাপ হল কালাজ। এই কালাজ সাপ কামড় দিলে ক্ষতস্থান ফোলা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা কোনও কিছুই অনুভব করা যায় না। ক্ষতস্থানে কোনওপ্রকার কোনরূপ চিহ্ন বা দাগ থাকে না। উপসর্গ হিসাবে পেট ব্যথা, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, খিঁচুনী ভাব এবং দুচোখের পাতা পড়ে আসাই কালাজ সাপ কামড়ের একমাত্র উপলক্ষণ। ওঝা গুণীনকে পরিত্যাগ করে সাপে কামড়ানো রোগী কে সোজা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই একান্ত প্রয়োজন। তাহলে সাপের কামড়ে অকালে কাউকে মরতে হবে না।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com